৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা-২০২৬

সাম্প্রতিক

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

BCS CONFIDENCE

বেলাল আহমেদ রাজু

কনফিডেন্স

কর্পোরেট অফিস : ২৫/বি (৩য় তলা), ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট।

অফিসিয়াল পেইজ : /bcsconfidence.raju

www.bcsconfidence.online

বিস্তারিত জানতে- **০১৯৭২ ১০১ ৫১৪/ ০১৯৭৩ ১০১ ৫০৪/০১৯৭৩ ১০১ ৫০৭**

জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫

- সনদ প্রণয়ন করে: জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।
- লিখিত হয়: ২৮ জুলাই, ২০২৫ (স্বাক্ষরিত হয়: ১৭ অক্টোবর, ২০২৫)।
- জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ জারি করা হয় ১৩ নভেম্বর, ২০২৫।
- জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের অধ্যাদেশ জারি করা হয়: ২৫ নভেম্বর, ২০২৫।
- স্বাক্ষরের স্থান: দক্ষিণ প্লাজা, জাতীয় সংসদ ভবন।
- সনদে স্বাক্ষর করে: ২৫টি দল (নিবন্ধিত দল: ২০টি)।
- সনদে মোট পৃষ্ঠা: ৫২।
- সনদে ভাগ: ৩টি।
- প্রথম অংশ: সনদে পটভূমি।
- দ্বিতীয় অংশ: সংস্কার প্রস্তাব (৮৪টি)।
- তৃতীয় অংশ: সনদ বাস্তবায়নে ৮ দফা অঙ্গীকার।
- মোট সংস্কার প্রস্তাব: ৮৪টি।
- প্রথম ভাগ [৪৭টি সিদ্ধান্ত (১-৪৭)]: সংস্কার: সংবিধান সংশোধন।
- দ্বিতীয় ভাগ [৩৭টি সিদ্ধান্ত (৪৮-৮৪)]: সংস্কার: অধ্যাদেশ ও নির্বাহী আদেশ।
- 'জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫' বাস্তবায়নে ৪টি প্রস্তাবিত পদ্ধতি এবং ৮ দফা অঙ্গীকারনামা রয়েছে।
- নোট অব ডিসেন্ট (Note of Dissent): আনুষ্ঠানিক ভিন্নমত।

জুলাই সনদে আলোচিত সংস্কারসমূহ: জাতি হিসেবে বাঙালি ও নাগরিকগণ বাংলাদেশি, সংবিধানের (প্রস্তাবনা, ৮, ৪৮, ৫৬, ১৪২ অনুচ্ছেদ) এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনে গণভোট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানের ৭ (ক, খ) অনুচ্ছেদ বিলোপ, সংসদের উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সংসদের মেয়াদ ৫ বছর, এক ব্যক্তি ১০ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী নয়, একই ব্যক্তি একই সাথে দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী নয়, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা (উচ্চকক্ষ ১০০ আসন, PR- Proportional representation voting/সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে আসন বণ্টন), সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব (১০০ আসন), বিচার বিভাগ পূর্ণ স্বাধীনতা, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বন্ধ, ফরিদপুর ও কুমিল্লাকে বিভাগ ঘোষণা, স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন, সংসদ ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন।

জুলাই ঘোষণাপত্র (July proclamation)

- জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান '৩৬ জুলাই উৎযাপন' হয় ৫ আগস্ট ২০২৫ (মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ)। এই অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়।
- পাঠ করেন: ড. মুহাম্মদ ইউনূস (৫ আগস্ট ২০২৫)।
- **মূল থিম:** উপনিবেশবিরোধী লড়াই, বাকশাল নামক একনায়কতন্ত্র বিরোধী, গণ-অভ্যুত্থানের স্বীকৃতি, গণতান্ত্রিক সংস্কার, বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।
- **ঘোষণাপত্রে দফা: ২৮টি।**

১-২১ দফা (২১ দফা):	মুক্তিযুদ্ধ থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট।
২২-২৮ দফা (৭ দফা):	আগামী দিনের করণীয়।

- **অঙ্গীকার: ৬টি। এই ঘোষণাপত্র কার্যকর: ৫ আগস্ট ২০২৪ থেকে।**

উল্লেখযোগ্য ধারা:

- বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের মতামতের আলোকে সাংবিধানিকভাবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে ৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়।
- সংস্কার প্রস্তাবগুলো নির্বাচিত সরকার ২ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করবে।
- জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সব শহীদদের **'জাতীয় বীর'** ঘোষণা করা হয়।
- শহীদদের পরিবার, আহত যোদ্ধা এবং আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতাকে প্রয়োজনীয় সকল আইনি সুরক্ষা দেওয়া হবে।
- পরিবেশ ও জলবায়ুসহিষ্ণু অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংরক্ষিত হবে।

- **জুলাই ঘোষণাপত্র (July proclamation) ও জুলাই সনদের (July Charter) পার্থক্য:**
  - ⇨ জুলাই ঘোষণাপত্র : জুলাই গণঅভ্যুত্থান এবং ৫ আগস্টের বিজয়ের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি/দলিল, যা সংবিধানে যুক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে অভ্যুত্থানের আইনিভিত্তি পাওয়ার পাশাপাশি অভ্যুত্থানকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
  - ⇨ জুলাই সনদ : সংবিধান, নির্বাচন, বিচার, প্রশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংস্কার নিয়ে সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়নযোগ্য রূপরেখার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।

নোট:

- Proclamation শব্দের অর্থ ঘোষণাপত্র (সরকারি অর্থাৎ দাপ্তরিক ঘোষণা)।
- Declaration শব্দের অর্থ ঘোষণা (আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ Formal/প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণা)।

জুলাই গণহত্যা বিচারে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরোধিতাকারীদের বিভিন্ন মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করতে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় ২৫ মার্চ ২০১০ (আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন, ১৯৭৩-এর মাধ্যমে)। বিচারের গতি দ্রুত করতে ২২ মার্চ ২০১২ দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ট্রাইব্যুনাল-১ থেকে ৪৪টি ও ট্রাইব্যুনাল-২ থেকে ১১টি মামলার রায় হয়। ট্রাইব্যুনালের রায়ের পর সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে এখন পর্যন্ত শীর্ষ পর্যায়ের ৬ আসামির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। পরবর্তীতে মামলার চাপ কমে যাওয়ায় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ দুই ট্রাইব্যুনালকে একীভূত করে ১টি ট্রাইব্যুনাল করা হয়।

- ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ দাখিল করা হয় ১ জুন ২০২৫; এই বিচারকাজ দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সরাসরি সম্প্রচার করা হয় (বাংলাদেশ টেলিভিশন পর্দায়)।

তথ্য	প্রথম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
গঠন	১৪ অক্টোবর ২০২৪	৮ মে ২০২৫
প্রধান চেয়ারম্যান	মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদার	নজরুল ইসলাম চৌধুরী
সদস্য	মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী	মো. মঞ্জুরুল বাছিদ এবং নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর

- জুলাই ২৪ শহীদ পরিবার সোসাইটি: জুলাই হত্যাকাণ্ডে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংগঠন।
- আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ (১২ মে ২০২৫): বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এর সব অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্যসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন নিরাপত্তা বিভাগ** সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫ জারির মাধ্যমে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

- **রাষ্ট্রপতি সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন:** ৬ আগস্ট ২০২৪।
- **অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়:** ৮ আগস্ট ২০২৪।
- **অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মোট সদস্য** ২২ জন (পুরুষ ১৮ জন এবং নারী ৪ জন।) প্রধান উপদেষ্টাসহ ২৩ জন।
- **অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তিন উপদেষ্টা পদত্যাগ করায় বর্তমানে মোট সদস্য প্রধান উপদেষ্টাসহ ২০ জন।**
- **রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে শপথবাক্য পাঠ করান:** ৮ আগস্ট ২০২৪।
- **অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক উপদেষ্টা হয়েছেন:** নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও মাহফুজ আলম।
- **প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব:** শফিকুল আলম।
- **অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নারী উপদেষ্টা ৪ জন:** (সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, শারমিন এস মোরশেদ, ফরিদা আখতার ও নূরজাহান বেগম)।
- **প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দায়িত্ব:**
- **মন্ত্রণালয়:** প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
- **বিভাগ:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রধান উপদেষ্টাগণ

প্রধান উপদেষ্টা	**কার্যকাল–**
বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ	৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০ - ৯ অক্টোবর, ১৯৯১
বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	৩০ মার্চ, ১৯৯৬ - ২৩ জুন, ১৯৯৬
বিচারপতি লতিফুর রহমান	১৫ জুলাই, ২০০১ - ১০ অক্টোবর, ২০০১
অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদ	২৯ অক্টোবর, ২০০৬ - ১২ জানুয়ারি, ২০০৭
ড. ফখরুদ্দীন আহমদ	১২ জানুয়ারি, ২০০৭ - ৬ জানুয়ারি, ২০০৯

- **বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন:** সাহাবুদ্দীন আহমদ।
- **বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল:** ১২২টি।
- **সাংবিধানিকভাবে (১৩তম) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হন:** বিচারপতি হাবিবুর রহমান (১৯৯৬ সালে)।
- **সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল:** ১২ জানুয়ারি ২০০৭।
- **তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত করে:** ৩০ জুন ২০১১।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

জন্ম: ২৮ জুন, ১৯৪০ সালে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর বাথুয়া গ্রামে।
পরিচিতি: সামাজিক উদ্যোক্তা, সমাজসেবক ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তিতে নোবেল বিজয়ী দ্বিতীয় ব্যক্তি।
উপাধি: ক্ষুদ্রঋণের প্রবর্তক, গরিবের ব্যাংকার, সামাজিক ব্যবসার অগ্রদূত।
শিক্ষা জীবন: ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬০ সালে স্নাতক ও ১৯৬১ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৫ সালে 'ফুলব্রাইট বৃত্তি' নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যান। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট' (GPED) থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।
সম্প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রধান উপদেষ্টা হন: ৮ আগস্ট, ২০২৪।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রন্থসমূহ	
গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন	Creating a World of Without Poverty.
বাংলাদেশ ২০১০	Building Social Business
ঘরের বাধা সরিয়ে নিন মানুষকে এগোতে দিন	Super Happiness
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা	A World of Three Zeros
দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্বের জন্য	Banker to the Poor
সামাজিক ব্যবসা	যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন
ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ	**দারিদ্র্যহীন বিশ্বের অভিমুখে**

পুরস্কার ও সম্মাননা

- বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার ১৯৯৪
- গান্ধী শান্তি পুরস্কার ২০০০
- ভলভো শান্তি পুরস্কার ২০০৩
- **গ্রামীণ ব্যাংককে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন-২০০৬**
- যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম'-২০০৯
- যুক্তরাষ্ট্রের 'কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেল' ২০১০
- ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য 'অলিম্পিক লরেন্স' পুরস্কার ২০২১
- ইউনাইটেড নেশনস ফাউন্ডেশনের চ্যাম্পিয়ন অব গ্লোবাল চেঞ্জ পুরস্কার-২০২১

ক্ষুদ্রঋণ ও গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার পর ড. মুহাম্মদ ইউনূস দারিদ্র্য দূরীকরণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৭৫ সালে তিনি নতুন ধরনের কৃষি সমবায় 'নবযুগ তেভাগা খামার' সংঘটিত করেন, যা পরবর্তীতে সরকার প্যাকেজড ইনপুট প্রোগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করে। গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশে মাইক্রোফাইন্যান্স বিশেষায়িত কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। এটি দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের কাছে জামানত ছাড়াই ক্ষুদ্রঋণ দেন। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস একটি গবেষণা প্রকল্প হিসেবে চট্টগ্রামে জোবরা গ্রামে প্রথম সুফিয়া বেগমকে ঋণ দেন। ১৯৮৩ সালের ২ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঋণগ্রহীতার ৯৬.৮১ শতাংশই নারী। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকের 'নিম্ন ব্যয়ের আবাসন কর্মসূচি' 'ওয়ার্ল্ড হ্যাবিটেট অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে। ২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ও ড. ইউনূস যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

গ্রামীণ ব্যাংক:

১. **কার্যক্রম শুরু** ১৯৭৬ সালে (চট্টগ্রামের জোবরা গ্রাম থেকে)
২. পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসেবে যাত্রা করে ২ অক্টোবর, ১৯৮৩
৩. প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস
৪. তিনি ক্ষুদ্রঋণ, সামাজিক ব্যবসা এবং মাইক্রো ক্রেডিটের প্রবক্তা

- **গ্রামীণ ব্যাংকের ধারণা বাংলাদেশের বাইরে প্রথম যে দেশ চালু করে:** মালয়েশিয়া।
- **বিশ্বের যে দেশ গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে সে দেশে ক্ষুদ্রঋণ চালু করে:** জাপান।
- **ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা পর্বে জোবরা গ্রামে প্রথম ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা দরিদ্র গৃহবধূর নাম:** সুফিয়া বেগম।
- **গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মসূচি:** ক্ষুদ্রঋণ, গৃহঋণ, সেচঋণ, মৎস্য খামারসহ অন্যান্য।
- **ঋণের টাকা ফেরত নিশ্চিত করতে ব্যবহার করেন:** সংহতি দল পদ্ধতি।

থ্রি জিরো তত্ত্ব

থ্রি জিরো বা তিন শূন্য তত্ত্ব একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করে নতুন বিশ্ব গড়তে সাহায্য করবে। ২৮ জুন, ২০১৫ সামাজিক ব্যবসা দিবস উদযাপনকালে ড. মুহাম্মদ ইউনূস এই তত্ত্ব দেন। ২০১৭ সালে A World of Three Zeros নামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

থ্রি জিরো হলো:

১. শূন্য দারিদ্র্য (Zero Poverty), ২. শূন্য বেকারত্ব (Zero Unemployment) এবং ৩. শূন্য নিট কার্বন নির্গমন (Zero Net Carbon Emissions)।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস থ্রি জিরো তত্ত্ব নিয়ে বক্তব্য দেন: ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কপ-২৯তম সম্মেলনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস থ্রি জিরো তত্ত্ব তুলে ধরেন: ১৩ নভেম্বর, ২০২৪।

প্যারিস অলিম্পিক-২০২৪-এর মূল বার্তা ছিল: ড. মুহাম্মদ ইউনূসের Social Business.

পোপ ফ্রান্সিস ও ড. ইউনূস যৌথভাবে ইতালিতে চালু করেন: থ্রি জিরো ক্লাব।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের চীন সফর

- বিষয়: চীন-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৪ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে চীনে 'Boao Forum for Asia (BFA) Annual Conference ২০২৫' যোগদান করেন।
- সম্মেলনের সময় ২৫-২৮ মার্চ, ২০২৫। সম্মেলনস্থল হাইনান প্রদেশ, চীন।
- **ড. ইউনূস Boao Conference ২০২৫ সম্মেলনে যোগদান করেন:** ২৭ মার্চ, ২০২৫।
- প্রতিপাদ্য: Asia in the Changing World: Towards A Shared Future.
- ড. ইউনূসকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট ডিগ্রি' প্রদান করে: পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় (২৯ মার্চ, ২০২৫)।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন: **২৯ মার্চ, ২০২৫**
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস চীনের যে প্রাদেশিক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন: হাইনান প্রদেশ।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও সি জিন পিং-এর বৈঠকের সময়: ২৮ মার্চ, ২০২৫। চীনের বেইজিং-এর 'গ্রেট হল অব দ্য পিপল'।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আলোচনার বিষয়বস্তু টেকসই অবকাঠামো ও জ্বালানি বিনিয়োগ, বাংলাদেশ ২.০ উৎপাদন ও বাজার সম্ভাবনা, সামাজিক ব্যবসা, যুব উদ্যোক্তা ও থ্রি জিরো বিশ্বের ভবিষ্যৎ।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

- পরিচয়: বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেনাপ্রধান ও বাংলাদেশের অষ্টম রাষ্ট্রপতি ছিলেন।
- জন্ম: ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৬; বগুড়া জেলার নশিপুর ইউনিয়নের বাগবাড়ী গ্রামে।
- মৃত্যু: ৩০ মে, ১৯৮১; সার্কিট হাউস, চট্টগ্রাম।
- পৈতৃক নিবাস: বগুড়া জেলার মহিষাবানে।
- রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি): ১৯৭৮।
- ২০০৪ সালের বিবিসির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির জরিপে তাঁর অবস্থান: ১৯তম।
- জিয়া স্মৃতি জাদুঘর অবস্থিত: চট্টগ্রামে।
- একুশে পদক (১৯৭৬) এবং স্বাধীনতা পদক (১৯৭৭) প্রবর্তন করেন।
- সার্ক (SAARC) প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে অবদান

২৬ মার্চ, ১৯৭১ জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।

- মুক্তিযুদ্ধকালীন দায়িত্বে ছিলেন
- সেক্টর-১-এর কমান্ডার
- সেক্টর-১১-এর কমান্ডার
- জেড ফোর্সের অধিনায়ক

প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পুরস্কার

- হিলাল-ই-জুরাত (১৯৬৫); ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে বীরত্বের জন্য
- পাকিস্তান সরকার কর্তৃক।
- অর্ডার অব দ্য নাইল: মিশরের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা।
- হিরো অব দ্য রিপাবিক: উত্তর কোরিয়ার সম্মানসূচক খেতাব।
- বীর উত্তম: মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য।
- স্বাধীনতা পুরস্কার (২০০৩)।
- সার্ক পুরস্কার (২০০৪); ২০০৫ সালে প্রথম সার্ক পুরস্কারে (মরণোত্তর) ভূষিত হন।

বেগম খালেদা জিয়া

- জন্ম: ১৫ আগস্ট, ১৯৪৫; দিনাজপুর।
- মৃত্যু: ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫, এভারকেয়ার হাসপাতাল, ঢাকা।
- পৈতৃক নিবাস: ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার শ্রীপুরে।
- ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দেন।
- তিনবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
- বাংলাদেশের ১০ম ও ১২তম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। (১৯৯১-১৯৯৬ এবং ২০০১-২০০৬), ১৯৯৬ সালে অল্পদিন ক্ষমতায় ছিলেন।
- বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী (১৯৯১)।
- 'ফাইটার ফর ডেমোক্রেসি' পদক লাভ করেন: যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি সিনেট কর্তৃক (২০১১)।
- 'মাদার অব ডেমোক্রেসি' সম্মাননা লাভ করেন: কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন কর্তৃক (২০১৮)।
- বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

- চন্দ্রিমা উদ্যান, শেরেবাংলা নগর।
- নকশাকার: মাসুদুর রহমান খান।
- চন্দ্রিমা উদ্যান অন্য যে নামে পরিচিত জিয়া উদ্যান।

জাতীয় বাজেট ২০২৫-২৬

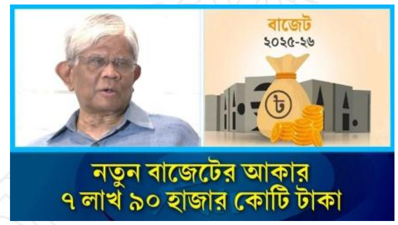

- **বাজেট** — ৫৪তম (অন্তর্বর্তীকালীনসহ ৫৫তম)
- বাজেটের প্রতিপাদ্য– — বৈষম্যহীন ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়
- **বাজেট ঘোষণা** — ২ জুন, ২০২৫
- **বাজেট পাস হয়** — ২২জুন, ২০২৫
- **বাজেট কার্যকর হয়** — ১ জুলাই, ২০২৫
- **বাজেট উত্থাপন করেন** — অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ (প্রথম বাজেট)
- **মোট বাজেটের আকার** — ৭ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা
- **রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা** — ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা
- **পরিচালন ব্যয়** — ৫ লাখ ৩৫ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা
- **উন্নয়ন ব্যয়** — ২ লাখ ৪৫ হাজার ৬০৯ কোটি টাকা
- **সামগ্রিক ঘাটতি** — ২ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকা
- **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)** — ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা
- **GDP'র প্রবৃদ্ধির হারের লক্ষ্যমাত্রা** — ৫.৫ শতাংশ
- **মুদ্রাস্ফীতির হারের লক্ষ্যমাত্রা** — ৬.৫ শতাংশ

বাজেটে বরাদ্দকৃত খাত

সর্বোচ্চ বরাদ্দ **	জনপ্রশাসন	১ লাখ ৮৬ হাজার ০৮৮ কোটি টাকা
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ*	শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১ লাখ ১০ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা
তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭১ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা

করমুক্ত আয়সীমা (২০২৬-২০২৭)

সাধারণ ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা	৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
মহিলা ও ৬৫ বছরের উর্ধ্ব ব্যক্তি	৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তৃতীয় লিঙ্গ	৫ লক্ষ
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা (গেজেটভুক্ত)	৫ লক্ষ টাকা ২৫ হাজার টাকা
জুলাই যুদ্ধা (গেজেটভুক্ত)	৫ লক্ষ টাকা ২৫ হাজার টাকা

বাজেট নিয়ে বিশেষ তথ্য

- **বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশকেই বলা হয়:** বাজেট।
- **বাজেট শব্দটির উৎপত্তি ফরাসি শব্দ:** Boudgette থেকে, যার অর্থ ব্যাগ বা থলে।
- **এ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট ছিল:** ১টি (১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে)।
- **১৯৭২ সালের ৩০ জুন প্রথম বাজেট উত্থাপনকারী:** তাজউদ্দীন আহমদ
- **বাংলাদেশে সর্বাধিকবার (১২ বার) বাজেট পেশ করেন:** এম সাইফুর রহমান ও আবুল মাল আবদুল মুহিত।
- **প্রথম বাজেটের আকার ছিল:** ৭৮৬ কোটি টাকা।
- **প্রথম জেলা বাজেট পায়:** টাঙ্গাইল।
- **বাংলাদেশের অর্থবছর:** ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন।
- **সংবিধানে বাজেটকে বলা হয়:** Annual Financial Statement.
- **বাংলাদেশের বাজেটের ধরন:** ঘাটতি বাজেট (Deficit Finance)
- **বাজেটের আকারে শীর্ষ দেশ:** যুক্তরাষ্ট্র (২য় দেশ চীন)।

- ভ্যাটের স্তর (%) ৪টি (৫, ৭.৫, ১০, ১৫)
- আয় করের স্তর (%) ৫টি (৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫)
- বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ আয় করে যে খাত থেকে: মূল্য সংযোজন কর (মূসক/VAT)

কর দিবস– ৩০ অক্টোবর	আয়কর দিবস– ৩০ নভেম্বর
আয়কর মেলা শুরু– ২০১০	e-Payment চালু– ২০১২
মূসক দিবস– ১০ ডিসেম্বরন	e-TINচালু– ২০১৩

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৫

- **মোট জনসংখ্যা–** ১৭ কোটি ২২ লক্ষ ৮০ হাজার।
- **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার–** ১.১২%।
- **পুরুষ ও নারীর অনুপাত–** ৯৬.৩: ১০০।
- **জনসংখ্যার ঘনত্ব/প্রতি বর্গ কি.মি.–** ১,১৭১ জন।
- **প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল–** ৭২.৩ বছর (পুরুষ- ৭০.৮; নারী-৭৩.৮)।
- **সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)–** ৭৭.৯% (পুরুষ- ৮০.১%; নারী- ৭৫.৮%)।
- **দারিদ্র্যের হার–** ১৮.৭%।
- **চরম দারিদ্র্যের হার–** ৫.৬%।
- **স্থুল জন্মহার–** ১৯.৪ জন।
- **স্থুল মৃত্যুহার–** ৬.১ জন।
- **শিশু মৃত্যুহার–** ২৭ জন (প্রতি হাজারে)।
- **মোট শ্রমশক্তি–** ৭ কোটি ১৭ লক্ষ ১০ হাজার।
  - > পুরুষ– ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ২০ হাজার
  - > নারী– ২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার
- **মোট শ্রমশক্তি–**
- **কৃষি–** ৪৪.৬৭% শিল্প- ১৭.৩৭%
- **সেবা–** ৩৭.৯৬%
- **মাথাপিছু আয়–** ২,৮২০ মার্কিন ডলার। সন
- **মাথাপিছু জিডিপি–** ২,৬৭১ মার্কিন ডলার।
- **জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার–** ৩.৯৭%।
- **মূল্যস্ফীতি–** ৮.৪৮%।
- **রেমিট্যান্স–** ৩০,৩২৮.৮১ মিলিয়ন ডলার।
- **বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ–** ৩১,৭৭২ মিলিয়ন ডলার।
- **ইলিশ আহরণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান– ১ম।**
- **২০২৪-২৫ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতি– ১০.০৩%।**
- **আমদানি-রপ্তানি ও অন্যান্য**
- **বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে– যুক্তরাষ্ট্রে (দ্বিতীয়– জার্মানিতে)।**

জনসংখ্যার বিভাগ ও জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান: শীর্ষ ও নিম্ন

পরিসংখ্যান	শীর্ষ বিভাগ	সর্বনিম্ন বিভাগ
জনসংখ্যায়	ঢাকা	বরিশাল
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	ঢাকা	বরিশাল
জনসংখ্যার ঘনত্ব	ঢাকা	বরিশাল
সাক্ষরতার হার (৭+ বছর)	ঢাকা	ময়মনসিংহ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ✓ **ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা:** ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৭৮ জন।
- ✓ **বর্তমানে দেশের ইউনিয়ন সংখ্যা:** ৪,৫৯৬টি।
- ✓ **১৮৭২ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারি চালু করে:** লর্ড মেয়ো।
- ✓ **বর্তমানে দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে:** ১৪,২০০টি।
- ✓ **সরকারের সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে:** ১৪,৮৯০টি।

GDP'র সাময়িক হিসাব ২০২৪-২৫

ক্যাটাগরি–	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)–	১৭ কোটি ১৫ লাখ	**১৭ কোটি ২৮ লাখ**
GDP (মিলিয়ন টাকা)–	৪,৬৯,৮৫৯	**৪৮৭,৪৩১**
মাথাপিছু GNI–	২,৭৩৮ মার্কিন ডলার	**২,৮২০ মার্কিন ডলার**
মাথাপিছু GDP–	২,৬২৫ মার্কিন ডলার	**২,৬৭১ মার্কিন ডলার**
GDP'র প্রবৃদ্ধির হার–	৪.২২%	**৩.৯৭%**
GDP'র খাত রয়েছে–		**১৯ টি**

৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপলো বাংলাদেশ

- **সময়কাল–** ২১ নভেম্বর, ২০২৫ (সকাল ১০.৩৮ মিনিট)।
- **উৎপত্তিস্থল–** মাধবদী, নরসিংদী।
- **মাত্রা–** ৫.৭। (সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)।
- **মাত্রা–** ৫.৫। (সূত্র: মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা)।
- **গভীরতা–** ভূপৃষ্ঠের ১০ কিমি. গভীরে।
- **ভূমিকম্পের বার্তা দেয়– বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।**
- বাংলাদেশ যতটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত– ইউরেশীয় প্লেট, বার্মা প্লেট এবং ভারতীয় প্লেট।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র– সিসমোগ্রাফ।
- ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার যন্ত্র– রিখটার স্কেল।
- রিখটার স্কেল হলো– লগারিদমিক স্কেল।
- রিখটার স্কেলের আবিষ্কারক– চার্লস ফ্রান্সিস রিখটার (যুক্তরাষ্ট্র)।
- ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণয়ের আধুনিক স্কেল– মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল।
- ভূমিকম্পের দেশ বলা হয়– জাপানকে।
- সুনামি সৃষ্টির প্রধান কারণ– ভূমিকম্প।
- ১৭৮৭ সালে ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে– যমুনা।

নোট:

ফোর শক– মূল ভূমিকম্পের আগে সংঘটিত হয়।

মেইন শক– মূল ভূমিকম্প।

আফটার শক– মূল ভূমিকম্পের পরে সংঘটিত হয়।

সরকার ঘোষিত নতুন দিবস

তারিখ	দিবসের নাম	তারিখ	দিবসের নাম
১৬ জুলাই	জুলাই শহীদ দিবস	১২ আগস্ট	জাতীয় যুব দিবস
৫ আগস্ট	জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস	২০ অক্টোবর	জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস

নাম পরিবর্তন

পূর্বনাম	বর্তমান নাম
বঙ্গবন্ধু রেল সেতু	**যমুনা বহুমুখী রেল সেতু**
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর	**জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল**
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি	**বাংলাদেশ ফিল্ম সিটি**
বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউ	**তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)**
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাফারি পার্ক	**ডুলাহাজরা সাফারি পার্ক (কক্সবাজার)**
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক	**গাজীপুর সাফারি পার্ক (গাজীপুর)**
বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর	**বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর**
বঙ্গবন্ধু জাদুঘর	**স্বাধীনতা জাদুঘর**
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১	**বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১**
বঙ্গবন্ধু সেতু	**যমুনা সেতু**

বাংলাদেশের নতুন টাকার নোট

➩ বাজারে আসে: ১ জুন, ২০২৫ (প্রাথমিকভাবে সীমিত পরিসরে ২০, ৫০ ও ১০০০ টাকার নোট বিতরণ শুরু হয়)।

➩ সরকারি নোট/বিহিত মুদ্রা (৩টি): ১, ২ ও ৫ টাকা **(স্বাক্ষর থাকে: অর্থ সচিবের); মালিকানা: অর্থ মন্ত্রণালয়।**

➩ ব্যাংক নোট (৭টি): ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ এবং ১০০০ টাকা **(স্বাক্ষর থাকে: বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের)।**

➩ **জুলাই-২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের আঁকা 'গ্রাফিতি-২০২৪' ছবি রয়েছে:** ৫, ১০, ২০০ টাকার নোটে।

➩ **বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর:** আহসান এইচ মনসুর (১৩তম)।

➩ **বর্তমান অর্থ সচিব:** ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার।

 ২ টাকার নোট রং: হালকা সবুজ সামনে: শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ পেছনে: রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ	 **২০ টাকার নোট** রং: সবুজ সামনে: কান্তজির মন্দির পেছনে: পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার	 **২০০ টাকার নোট** রং: হলুদ; সামনে: অপরাজেয় বাংলা, ঢাবি পেছনে: জুলাই-২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের আঁকা 'গ্রাফিতি-২০২৪'
 ৫ টাকার নোট রং: গোলাপি সামনে: ঢাকার তারা মসজিদ পেছনে : জুলাই-২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের আঁকা 'গ্রাফিতি-২০২৪'	 **৫০ টাকার নোট** রং: গাঢ় বাদামি; সামনে: আহসান মঞ্জিল, ঢাকা; পেছনে: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'সংগ্রাম'-এর ছবি	 **৫০০ টাকার নোট** রং: সবুজ সামনে: কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পেছনে: বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
 ১০ টাকার নোট রং: গোলাপি সামনে: বায়তুল মোকাররম মসজিদ পেছনে: জুলাই-২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের আঁকা 'গ্রাফিতি-২০২৪'	 **১০০ টাকার নোট** রং: নীল সামনে: বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ পেছনে: সুন্দরবন	 **১০০০ টাকার নোট** রং: বেগুনি সামনে: জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার পেছনে : জাতীয় সংসদ ভবন ১৩টি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২৫

➩ **সময় ও স্থান:** ৭-১০ এপ্রিল, ২০২৫ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা

➩ **উদ্বোধন:** ড. মুহাম্মদ ইউনূস

➩ **আয়োজক:** বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)

➩ **অংশগ্রহণ:** প্রায় ৫০টি দেশের ৫৫০ জন বিনিয়োগকারী

➩ **মূল বক্তব্য:** ৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে BIDA I BEZA-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বিনিয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

➩ **প্রধান উদ্দেশ্য:** বিনিয়োগবান্ধব বাংলাদেশকে বিশ্বে উপস্থাপন বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা

➩ **বিশেষ সম্মাননা:** এক্সিলেন্স ইন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় চারটি প্রতিষ্ঠানকে:
১. ওয়ালটন, ২. ডবকাশ, ৩. স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ও ৪. ফেব্রিকস

➩ **সম্মানসূচক নাগরিকত্ব (Honorary Citizenship) প্রদান:** কিহাক সাং (চেয়ারম্যান, ইয়াংওয়ান কর্পোরেশন, Korean Export Processing Zone – KEPZ) আশির দশকে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে প্রথম বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অন্যতম

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

ইউক্যালিপটাস ও আকাশমণি গাছ নিষিদ্ধ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে ইউক্যালিপটাস ও আকাশমণি গাছের চারা তৈরি ও রোপণ এবং বিক্রয় নিষিদ্ধ করে ১৫ মে, ২০২৫। ১৯২১ সালে সিলেটের চা-বাগানে সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য প্রথম ইউক্যালিপটাস আনা হয় অস্ট্রেলিয়া থেকে। গ্রোথ বেশি হওয়ায় ইউক্যালিপটাস পানি বেশি শোষণ করে। যেখানে লাগানো থাকে, সেখানে গাছটি প্রচুর বীজ ছড়ায়। ফলে, অন্যান্য প্রজাতির গাছ জন্ম নেওয়ার সুযোগ পায় না।

সনদপ্রাপ্ত জিআই পণ্য ৬২টি কালিগঞ্জের তোয়ালে

কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে শীর্ষে

ফসল	শীর্ষ (বাংলাদেশ)		ফসল	শীর্ষ (বাংলাদেশ)	
	জেলা	বিভাগ		জেলা	বিভাগ
ভুট্টা	দিনাজপুর	রংপুর	**আলু**	রংপুর	রংপুর
লিচু	পাবনা	রাজশাহী	**আম**	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	রাজশাহী
পেঁয়াজ	পাবনা	ঢাকা	**কলা**	টাঙ্গাইল	খুলনা
তুলা	ঝিনাইদহ	খুলনা	**কাঁঠাল**	গাজীপুর	ঢাকা
গম	ঠাকুরগাঁও	রাজশাহী	**তামাক**	কুষ্টিয়া	খুলনা
ধান	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	**আউশ**	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম
আখ	নাটোর	রাজশাহী	**আমন**	দিনাজপুর	রংপুর
পাট	ফরিদপুর	ঢাকা	**বোরো**	ময়মনসিংহ	রাজশাহী

সোর্স: কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০২৪ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো) ৯ জুন, ২০২৫

মাছ শীর্ষ (বাংলাদেশ)		
মাছ	**জেলা**	**বিভাগ**
চিংড়ি মাছ	সাতক্ষীরা	খুলনা
নদীর মাছ	ভোলা	বরিশাল
পুকুরের মাছ/অভ্যন্তরীণ মাছ	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম

বৈশ্বিক কৃষিজ পণ্য: বিশ্বের শীর্ষ উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশ

(সোর্স PAO Food Outlook 2025)

ফসল	উৎপাদন	আমদানি	রপ্তানি
গম	চীন	মিসর (বাংলাদেশ ৮ম)	রাশিয়া
আন	ভারত (বাংলাদেশ ৩য়)	………….	………..
চিনি	ব্রাজিল	………….	………..
ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র	মেক্সিকো	যুক্তরাষ্ট্র
চাল	ভারত	চীন	ভারত

মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ

[সোর্স: জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)- (Publishing: 29 November, 2024)]:

- মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ– ৭ম
- স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে– বাংলাদেশ ২য় (শীর্ষে: ভারত)
- চাষের মাছ (বদ্ধ জলাশয়), মিঠা পানি মাছ উৎপাদনে– বাংলাদেশ ৫ম
- সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে– বাংলাদেশ ১৪তম (শীর্ষে: চীন)

কৃষি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) ব্রি উদ্ভাবিত সর্বশেষ ধানের জাত:

১২১টি (**দৈনিক পত্রিকাসমূহ**); ১১৮টি (**brri.gov.bd**)। সর্বশেষ উদ্ভাবিত ৩টি জাত হচ্ছে–

- **ব্রি ধান ১১২** লবণাক্ততা সহনশীল রোপা আমন ধান।
- **ব্রি ধান ১১৩** উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান (ব্রি ধান ২৯ এর বিকল্প; মাঝারি চিকন দানার উচ্চফলনশীল জাত)।
- **ব্রি ধান ১১৪** ব্লাস্ট রোগপ্রতিরোধী বোরো ধান (দীর্ঘ জীবনকালীন)।
- **ব্রি ধান ১০৮** উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ ধানের জাত, প্রতিটি ছড়ায় অধিক সংখ্যক বোরো ধান (২৫০-২৭০টি) সন্নিবেশিত থাকে। উদ্ভাবক মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ এস এম মাসুদুজ্জামান।

- বাংলাদেশ চীনে যশোর ও সাতক্ষীরার আম রপ্তানি শুরু করে ২৮ মে, ২০২৫ (প্রথমবার)।
- বিশ্বের ২২টি দেশে আম রপ্তানি হয়।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি যে ধানের চাষ হয়– আমন ধান।
- মোট আবাদযোগ্য জমি (Gross Cropped Area)'র পরিমাণ: ৩,৬২,২৯,০০০ একর [১,৪৬,৬৬,৮৫৯.৭ হেক্টর (প্রায়)]।
- বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য খাতে দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ ফাউন্ডেশন ২০২৫ পুরস্কার লাভ করেন: কৃষি উদ্যোক্তা আবদুল আউয়াল মিন্টু (লাল তীর সিডস লিমিটেড এর কর্ণধার)।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের চা সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়: সংযুক্ত আরব আমিরাতে।
- দেশের প্রথম ঘড়িয়াল প্রজনন কেন্দ্র: রাজশাহীতে। দেশি শিং মাছের জীবনরহস্য উন্মোচন করে: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবারের মতো 'কৃষক দিবস' পালন করে: ৩০ জানুয়ারি, ২০২৫।

আন্তর্জাতিক

২০২৫ সালের বিভিন্ন রিপোর্ট

রিপোর্টের নাম	প্রকাশক	দেশ	শীর্ষ দেশ	সর্বনিম্ন দেশ	বাংলাদেশ
বৈশ্বিক বায়ুমান প্রতিবেদন	IQ Air	১৩৭	শাদ	বাহামাস	২য়
বৈশ্বিক লিঙ্গ সমতা প্রতিবেদন	বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF)	১৪৮	আইসল্যান্ড	পাকিস্তান	২৪তম
বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচক	Institute for Economics and Peace (IEP)	১৬৩	বুরকিনা ফাসো-	---	৩৫তম
সামরিক শক্তি র‍্যাংকিং	গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার (GFP)	১৪৫	যুক্তরাষ্ট্র	ভুটান	৩৫তম
বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক সূচক	Economist Intelligence Unit (EIU)	১৬৫	নরওয়ে	আফগানিস্তান	১০০তম
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক	The Heritage Foundation	১৭৬	সিঙ্গাপুর	উত্তর কোরিয়া	১২২তম
বৈশ্বিক শান্তি সূচক	Institute for Economics and Peace (IEP)	১৬৩	আইসল্যান্ড	রাশিয়া	১২৩তম
বিশ্ব সুখ প্রতিবেদন	SDSN	১৪৭	ফিনল্যান্ড	আফগানিস্তান	১৩৪তম
বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচক	Reporters Without Borders (RSF	১৮০	নরওয়ে	ইরিত্রিয়া	১৪৯তম
নোম্যাড পাসপোর্ট সূচক	Nomad Capitalist	১৯৯	আয়ারল্যান্ড	আফগানিস্তান	১৮১তম
বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষমতা সূচক	IIMD	৬৯	সুইজারল্যান্ড	ভেনেজুয়েলা	
টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন	SDSN	১৬৭	ফিনল্যান্ড	দক্ষিণ সুদান	১১৪তম

বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০২৫

প্রকাশক: জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)। **প্রতিবেদনের শিরোনাম:** State of World Population 2025। **প্রতিবেদন অনুযায়ী–**

- জনসংখ্যা (২০২৫): ৮২৩.২০ কোটি
- নারী প্রতি প্রজনন: ২.২ জন
- গড় আয়ু পুরুষ: ৭১ বছর
- নারী: ৭৬ বছর
- নারী প্রতি প্রজনন : হার সর্বাধিক: শাদ,
- সর্বনিম্ন : হংকং ও ম্যাকাও (০.৭ জন)
- জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম দেশ: ভারত
- জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান: অষ্টম

শীর্ষ ১০ জনবহুল দেশ

দেশ	জনসংখ্যা	প্রজনন (জন)	গড় আয়ু (বছর)	
			পুরুষ	নারী
ভারত	১৪৬ কোটি ৩৯ লাখ	১.৯	৭১	৭৪
চীন	১৪১ কোটি ৬১ লাখ	১.০	৭৬	৮১
যুক্তরাষ্ট্র	৩৪ কোটি ৭৩ লাখ	১.৬	৭৭	৮২
ইন্দোনেশিয়া	২৮ কোটি ৫৭ লাখ	২.১	৬৯	৭৪
পাকিস্তান	২৫ কোটি ৫২ লাখ	৩.৫	৬৬	৭০
নাইজেরিয়া	২৩ কোটি ৭৫ লাখ	৪.৩	৫৪	৫৫
ব্রাজিল	২১ কোটি ২৮ লাখ	১.৬	৭৩	৭৯
বাংলাদেশ	১৭ কোটি ৫৭ লাখ	২.১	৭৪	৭৭
রাশিয়া	১৪ কোটি ৪০ লাখ	১.৫	৬৮	৭৯
ইথিওপিয়া	১৩ কোটি ৫৫ লাখ	৩.৮	৬৫	৭১

প্রতিবেদনে সার্কভুক্ত দেশ

দেশ	জনসংখ্যা	প্রজনন (জন)	গড় আয়ু (বছর)	
			পুরুষ	নারী
ভারত	১৪৬ কোটি ৩৯ লাখ	১.৯	৭১	৭৪
পাকিস্তান	২৫ কোটি ৫২ লাখ	৩.৫	৬৬	৭০
বাংলাদেশ	১৭ কোটি ৫৭ লাখ	২.১	৭৪	৭৭
আফগানিস্তান	৪ কোটি ৩৮ লাখ	৪.৭	৬৫	৬৮
নপাল	২ কোটি ৯৬ লাখ	১.৯	৬৯	৭২
শ্রীলংকা	২ কোটি ৩২ লাখ	১.৯	৭৫	৮১
ভুটান	৮ লাখ	১.৪	৭২	৭৬
মালদ্বীপ	৫ লাখ	১.৬	৮০	৮৩

মহাদেশভিত্তিক শীর্ষ জনবহুল দেশ

মহাদেশ	দেশ	জনসংখ্যা
এশিয়া	ভারত	১৪৬ কোটি ৩৯ লাখ ৭
আফ্রিকা	নাইজেরিয়া	২৩ কোটি ৭৫ লাখ
ইউরোপ	রাশিয়া	১৪ কোটি ৪০ লাখ ৯
উত্তর আমেরিকা	যুক্তরাষ্ট্র	৩৪ কোটি ৭৩ লাখ
দক্ষিণ আমেরিকা	ব্রাজিল	২১ কোটি ২৮ লাখ।
ওশেনিয়া	অস্ট্রেলিয়া	২ কোটি ৭০ লাখ

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২৫

প্রকাশক : জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)।

অন্তর্ভুক্ত দেশ ও অঞ্চল: ১৯৫টি। এর মধ্যে ২টি দেশ– **উত্তর কোরিয়া ও মোনাকোকে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়নি।**

- প্রতিবেদনে বিশ্ব–
- সূচক: ০.৭৫৬। গড় আয়ু ৭৩.৪ বছর।
- মাথাপিছু আয়: ২০,৩২৭ মার্কিন ডলার।
- শীর্ষ দেশ: আইসল্যান্ড (সূচক ০.৯৭২)
- সর্বনিম্ন দেশ দক্ষিণ সুদান (সূচক ০.৩৮৮)।
- গড় আয়ুতে শীর্ষ: মোনাকো (৮৬.৪ বছর)।
- সর্বনিম্ন: নাইজেরিয়া (৫৪.৫ বছর)।
- মাথাপিছু আয়ে (ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে) শীর্ষ: লিচটেনস্টাইন (১,৬৬,৮১২ মার্কিন ডলার)।
- সর্বনিম্ন: দক্ষিণ সুদান (৬৮৮ মার্কিন ডলার)।
- শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হারে শীর্ষ পুরুষ: বাহামাস (৯৬.৮%) নারী: বাহামাস (৯৮.৭%)।
- দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসে শীর্ষে: মাদাগাস্কার (৭০.৭%)।
- মাথাপিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণে শীর্ষে: কাতার (৪২.৬ টন)।

শীর্ষ ৪ দেশ

দেশ	সূচক	গড় আয়ু (বছর)	মাথাপিছু আয় (PPP) মা.ড.
১. আইসল্যান্ড	০.৯৭২	৮২.৭	৬৯,১১৭
২. নরওয়ে	০.৯৭০	৮৩.৩	১১২,৭১০
৩. সুইজারল্যান্ড	০.৯৭০	৮৪.০	৮১,৯৪৯
৪. ডেনমার্ক	০.৯৬২	৮১.৯	৭৬,০০৮

সর্বনিম্ন ৪ দেশ

দেশ	সূচক	গড় আয়ু (বছর)	মাথাপিছু আয় (PPP) মা.ড.
১৯৩. দক্ষিণ সুদান	০.৩৮৮	৫৭.৬	৬৮৮
১৯২. সোমালিয়া	০.৪০৪	৫৮.৮	১,৪৭৫
১৯১. মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	০.৪১৪	৫৭.৪	১,১০০
১৯০. শাদ	০.৪১৬	৫৫.১	১,৭৪৮

প্রতিবেদনে সার্কভুক্ত দেশ–

- সর্বনিম্ন আফগানিস্তান। সূচকে শীর্ষ: শ্রীলংকা।
- গড় আয়ুতে শীর্ষ: মালদ্বীপ।
- মাথাপিছু আয়ে শীর্ষ: মালদ্বীপ।
- সর্বনিম্ন: আফগানিস্তান।

দুর্নীতির ধারণা সূচক-২০২৪

- প্রকাশ: **১১** ফেব্রুয়ারি ২০২৫।
- প্রকাশক: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (TI)।
- অন্তর্ভুক্ত দেশ: ১৮০টি।
- সূচক অনুযায়ী–
- শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ: দক্ষিণ সুদান; স্কোর ৮।
- কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ: ডেনমার্ক; স্কোর ৯০।

সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান

দেশ	উর্ধ্বক্রম	নিম্নক্রম	স্কোর
ভুটান	১৮	৫৭	৭২
ভারত	৯৬	২৮	৩৮
মালদ্বীপ	৯৬	২৮	৩৮
নেপাল	১০৭	২৪	৩৪
শ্রীলংকা	১২১	২২	৩২
পাকিস্তান	১৩৫	১৮	২৭
বাংলাদেশ	১৫১	১৪	২৩
আফগানিস্তান	১৬৫	৯	১৭

তেল-গ্যাস প্রতিবেদন-২০২৫

তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ**	যুক্তরাষ্ট্র, ২য় সৌদি আরব
তেল রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ	সৌদি আরব, ২য় রাশিয়া
তেল আমদানিতে শীর্ষ দেশ	চীন, ২য় যুক্তরাষ্ট্র
উত্তোলনযোগ্য তেল মজুতে শীর্ষ দেশ	ভেনেজুয়েলা, ২য় সৌদি আরব
গ্যাস উৎপাদন, রপ্তানি ও রিজার্ভে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
গ্যাস আমদানিতে শীর্ষ দেশ	চীন
তেল রপ্তানির অর্থকে বলে	পেট্রো ডলার

অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি প্রতিবেদন-২০২৫

অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ**	যুক্তরাষ্ট্র
অস্ত্র আমদানিতে শীর্ষদেশ	ইউক্রেন
অস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান	২৬তম
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অস্ত্র আমদানি করে	চীন থেকে*
সামরিক ব্যয়ে বিশ্বের শীর্ষদেশ	যুক্তরাষ্ট্র
সামরিক ব্যয়ে বাংলাদেশের অবস্থান	৫০তম*
সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশ**	৩৭তম**
সামরিক ব্যয়ে সর্বনিম্ন দেশ	আইসল্যান্ড
বিশ্বে রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ	চীন
বিশ্বে আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ	চীন
তৈরি পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ	২য়
বিশ্বে আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান	৪৬তম
বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ	চীন

রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ। তথ্যসূত্র: আন্তর্জাতিক অভিবাস রিপোর্ট-২০২৪

→ রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ: ভারত (১২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
→ রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান: অষ্টম (৩০.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
→ বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি লোক পাঠায়: সৌদি আরব
→ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে: সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে
→ ১ জানুয়ারি, ২০২২ প্রবাসী আসে প্রণোদনা ২% থেকে বেড়ে হয়: ৫%। সরকার ২.৫% এবং ব্যাংক ২.৫%)
→ অভিবাসীদের গন্তব্যের শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র
→ অভিবাসী পাঠানোয় শীর্ষ দেশ: ভারত
→ অভিবাসী পাঠানোয় বাংলাদেশের অবস্থান: ষষ্ঠ

UNFPA-এর ৪৮তম বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট-২০২৫

→ **বিশ্বের মোট জনসংখ্যা** ৮২৩.২০ কোটি। গড় আয়ু: পুরুষ ৭১ বছর, নারী: ৭৬ বছর।
→ **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার:** ২.২% (শীর্ষ দেশ: শাদ, সোমালিয়া ও গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র; সর্বনিম্ন দেশ: হংকং ও ম্যাকাও)।
→ **সার্কভুক্ত: জনসংখ্যায় শীর্ষে** ভারত, সর্বনিম্নে মালদ্বীপ।
→ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারে শীর্ষে আফগানিস্তান (৪.৭%), সর্বনিম্নে ভুটান (১.৪%)।
→ একনজরে বাংলাদেশ: জনসংখ্যা ১৭.৫৭ কোটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১%, গড় আয়ু (পুরুষ : ৭৪ বছর, নারী: ৭৭ বছর)।

বিষয়	শীর্ষ দেশ	বাংলাদেশ	বিষয়	শীর্ষ দেশ	বাংলাদেশ
বিশ্বে	ভারত (১৪৬.৩৯)	৮ম	মুললিম বিশ্বে	ইন্দোনেশিয়া	৪র্থ

অধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশ: মোনাকো। **কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ:** মঙ্গোলিয়া।

জাতিসংঘ বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন: কপ-৩০

- সময়: ১০-২১ নভেম্বর, ২০২৫।
- **সম্মেলন হয়:** বেলেম, ব্রাজিল।
- **কপ-৩০'র সভাপতিত্ব করেন:** আন্দে কোরিয়া দো লাগো
- COP-এর পূর্ণরূপ- Conference of the Parties,
- অংশগ্রহণকারী দেশ ও অঞ্চল– প্রায় ১৯৪টি।
- COP-এর আয়োজক সংস্থা UNFCCC.

কপ-৩০-এর আলোচ্য বিষয়

- তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫" সেন্টিগ্রেডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।
- আমাজনসহ বিশ্বের ক্রান্তীয় বন রক্ষায় Forever Tropical Forests Fund (TFFF) নামে জলবায়ু তহবিল উদ্বোধন। বিশ্বে ৭৩টি দেশে ক্রান্তীয় বন রয়েছে।
- ১১১টি দেশ ৫ বছর মেয়াদি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব রোধে Nationally Determined Contributions(NDCs) রিপোর্ট দাখিল।

গ্রিন হাউস গ্যাস ও কার্বন নির্গমন ইস্যু

বিষয়	শীর্ষ দেশ	বিষয়	শীর্ষ দেশ
গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনে	চীন (দ্বিতীয় দেশ যুক্তরাষ্ট্র)	মাথাপিছু গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনে	কাতার
কার্বন নির্গমনে	চীন (দ্বিতীয় দেশ যুক্তরাষ্ট্র)	মাথাপিছু কার্বন নির্গমনে	কাতার

জি জিরো (G-Zero)

বিশ্বের চারটি ছোট কার্বন নেতিবাচক দেশ এক হয়ে গঠন করে জি জিরো ফোরাম। দেশগুলো জলবায়ু সুরক্ষার যুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে যৌথ ঘোষণা দেয়। এই চার দেশে যতটুকু কার্বন নিঃসরণ হয়, তা হয় দূষণ মাত্রার চেয়ে কম নতুবা সেই দূষণ শুষে নেওয়ার মতো পরিবেশ ব্যবস্থা তারা তৈরি করতে পেরেছে।

কপ-২৯তম সম্মেলনে জি জিরো গঠন: ১৩ নভেম্বর, ২০২৪।

জি জিরোভুক্ত দেশ: **৪টি (ভুটান, সুরিনাম, পানামা ও মাদাগাস্কার)।**

নেতৃত্বদানকারী দেশ ভুটান।

জুলাইয়ের গণহত্যা নিয়ে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের প্রতিবেদন

- **প্রতিবেদন প্রকাশ করে:** জাতিসংঘ মানবাধিকারবিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয় (OHCHR)।
- **প্রতিবেদন প্রকাশ:** ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।
- **আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়:** ৫ মার্চ, ২০২৫ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।
- **প্রতিবেদনে ৫টি বিষয়ের ওপর সুপারিশ করা হয়েছে:** ৪১ দফা।
- **প্রতিবেদন অনুযায়ী ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা:** ১,৪০০ জন, আহতের সংখ্যা ১৩,৫২৯ জন, নিহতের মধ্যে শিশু ছিল ১২-১৩%।

আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন *

	তম	সময়কাল	স্থান
ব্রিকস (BRICS)	১৭তম	৬-৭ জুলাই, ২০২৫	রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল
	১৮তম	২০২৬	ভারত
NDB	১০ম	৪-৫ জুলাই, ২০২৫	রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল
জি-৭ (G-৭)*	৫১তম	১৫-১৭ জুন, ২০২৫	কানানাসকি, কানাডা
	৫২তম	২০২৬	ফ্রান্স
জি-২০ (এ-২০)	২০তম	২২-২৩ নভেম্বর, ২০২৫	দক্ষিণ আফ্রিকা
	২১তম	২০২৬	যুক্তরাষ্ট্র
ডি-৮ (D-৮)	১১তম	১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫	কায়রো, মিশর
	১৩ তম	২০২৬	ইন্দোনেশিয়া
কমনওয়েলথ	২৮তম হবে	২০২৬	অ্যান্টিগুয়া এন্ড বারমুডা
NATO	৩৪তম	২৪-২৫ জুন, ২০২৫	হেগ, নেদারল্যান্ড
	৩৫ তম	২০২৬	তুরস্ক
আরব লিগ	৩৪তম	১৭ মে, ২০২৫	বাগদাদ, ইরাক
OIC	১৫তম	৪-৫ মে, ২০২৪	বানজুল, গাম্বিয়া
সার্ক (SAARC)	২০তম		কলম্বো, শ্রীলঙ্কা
ন্যাম (NAM)	২০তম	২০২৪	উগান্ডা
ASEAN	৪৬তম	২৬-২৭ মে, ২০২৫	কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া
Interpol	৯৩তম	২৪-২৭ নভেম্বর, ২০২৫	মারাকেচ, শ্রীলঙ্কা
BIMSTEC	৬ষ্ঠ	২-৪ এপ্রিল, ২০২৫	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

34th NATO summit's 2025

Location: World Forum, The Hague, Netherlands/Date: ২৪-২৫ June, 2025 সদস্যরাষ্ট্রগুলো ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রতিবছর জিডিপির ৫% (৩.৫% বরাদ্দ মূল প্রতিরক্ষা খাতে ও ১.৫% নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট-নিরাপত্তা ও অবকাঠামো উন্নয়নে) বিনিয়োগ করবে; স্পেন এই বিনিয়োগ করবে না বলে ঘোষণা দেয়। ন্যাটো ৫ দফা বিবৃতি প্রকাশ করে; 'ওয়াশিংটন চুক্তির ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ জোটের কোনো সদস্য আক্রান্ত হলে তা সবার বিরুদ্ধে হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে।' অঙ্গীকারটি মেনে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় ৩২টি সদস্য দেশ। ** North Atlantic Treaty Organization (NATO) E5 countries (France, Germany, Italy, Poland and United Kingdom): ইউরোপের নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও কূটনৈতিক বিষয়াদির স্থিতিশীলতাকরণে কাজ করে। এই ৫টি দেশ 'European E5' বা 'E5' নামেও পরিচিত। ইউরোপে NATO ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা উদ্যোগে ভূমিকা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনকে সমর্থন, বৈশ্বিক সংকটে ইউরোপের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য ও সর্বশেষ দেশ

নাম	সদস্য	সর্বশেষ সদস্য
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা WTO)*	১৬৬	পূর্ব তিমুর ২০২৪
ওপেক (OPEC)**	১২	কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (২০১৮)
ন্যাটো (NATO)*	৩২	সুইডেন (৭ মার্চ, ২০২৪)
ফিফা (FIFA)	২১১	জিব্রাল্টার (২০১৬)
আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)	৫৫	দক্ষিণ সুদান (২০১৭)
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)*	২৭	ক্রোয়েশিয়া (২০১৩)
শেনজেনভুক্ত দেশ *	২৯	রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া (৩১ মার্চ, ২০২৪)
সিরডাপ (CIRDAP)	১৫	ফিজি (২০১০)
ইউরোজোনের সদস্য *	২০	ক্রোয়েশিয়া (১ জানুয়ারি, ২০২৩)
ইউনেস্কো (UNESCO)**	১৯৪	যুক্তরাষ্ট্র ২০২৪
বিশ্বব্যাংক *	১৮৯	নাউরু
IMF *	১৯১	লিচেনস্টাইন ২০২৪
বিমস্টেক (BIMSTEC)	৭	নেপাল ও ভুটান (২০০৪)
সার্ক (SAARC)	৮	আফগানিস্তান (২০০৭)
আইএলও (ILO)	১৮৭	টোঙ্গা
IAEA	১৮০	সোমালিয়া ২০২৪
LDC	88	সর্বশেষ বের হয়– সাও টোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে ২০২৪
FAO	১৯৭	ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ সুদান
WHO	১৯৪	দক্ষিণ সুদান
ইন্টারপোল (Interpol) **	১৯৬	পালাউ (২৮ নভেম্বর, ২০২৩)
BRICS***	১১	ইন্দোনেশিয়া
New Development Bank	৯	আলজেরিয়া

সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO)	১০টি	বেলারুশ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩
G-20***	২১টি	আফ্রিকান ইউনিয়ন (৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত	১২৫	ইউক্রেন ১ জানুয়ারি ২০২৫
NAM**	১২১	দক্ষিণ সুদান (১৭ জানুয়ারি, ২০২৪)
ADB	৬৯	ইসরায়েল, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪
AIIB	১০০	জিবুতি ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি

জাতিসংঘ (UN)*	অ্যান্তেনিও গুতেরেস, পর্তুগাল (নবম মহাসচিব)
বিশ্বব্যাংক (WB)**	অজয় বাঙ্গা, ১৪তম (ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক)
OIC	হুসেইন ইব্রাহীম তাহা, ১২তম (শাদ/চাদ)
কমনওয়েলথ **	শার্লি আয়োরকর বচওয়েক– ঘানা ৭ম
বিমসটেক (BIMSTEC)	ইন্দ্রা মনি পান্ডে (ভারত)
IMF	ক্রিস্ট্রালিনা জর্জিয়েভা (বুলগেরিয়া)
ইউনেস্কো (UNESCO)*	আন্দ্রে আজুলে (ফ্রান্স)
ন্যাটো (NATO)*	মার্ক রুটে ১৪তম নেদারল্যান্ড
আসিয়ান (ASEAN)	কাউ কিম হাওরন ১৫তম (কম্বোডিয়া)
সার্ক (SAARC)*	গোলাম সারওয়ার, ১৫তম (বাংলাদেশ)*
আরব লীগ	আহমেদ আবুল ঘেইত (মিশর)
ফিফা (FIFA)	জিয়ান্না ইনফান্তিনো (সুইজারল্যান্ড)
FAO (খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)	কিউ দানগিউ (চীন)
D-8	ইসিয়াকা আব্দুল কাদির ইমাম (নাইজেরিয়া)
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল	অ্যাগনেস কাল্লামার্ড (ফ্রান্স)
WHO-মহাপরিচালক	তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস, ৯ম (ইথিওপিয়া)
WTO *	গোজি ওকোনজো উইয়ালা (নাইজেরিয়া)
ইউরোপীয় কমিশন (EEC)	উরসুলা ভন ডার লিয়েন (জার্মানি)
OPEC	হাইতাম আল ঘাইস (কুয়েত)

ILO কর্তৃক ফিলিস্তিনকে 'পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র' হিসেবে স্বীকৃতি

- International Labour Organization
- ILO ফিলিস্তিনকে অসদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ৬ জুন, ২০২৫।
- [গৃহীত হয়: ২ জুন, ২০২৫ (১১৩তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন)
- স্থান-জেনেভা, সুইজারল্যান্ড]।
- বিপক্ষে ভোট দেয় হাঙ্গেরি।
- **জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনকে পূর্ণ সদস্যপদ নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে আহ্বান জানায়:** ১০ মে, ২০২৫।
- **ইউনেস্কো ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা** ফিলিস্তিনকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়। তৃতীয় সংস্থা হিসেবে ILO স্বীকৃতি দেয়
- **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় প্রথমবারের মতো পতাকা তোলার অধিকার পায়** ২৬ মে, ২০২৫।

[এটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ধারাবাহিকতার অংশ]।

OIC & Arab League-এ সিরিয়ার পুনরায় যোগদান

সিরিয়ার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দমন, সাধারণ নাগরিকদের ওপর সহিংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে–

সংস্থা	স্থগিত করে	পুনরায় সদস্যপদ ফিরিয়ে দেয়
Arab League	২০১১	৭ মে, ২০২৩
Organisation of Islamic Cooperation (OIC)*	২০১২	৭ মার্চ, ২০২৫

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশন

- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের **৮০তম অধিবেশনের** (সেপ্টেম্বর, ২০২৫ - সেপ্টেম্বর, ২০২৬)
- **সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন** জার্মানির প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী: **আনালেনা বেয়ারবক** (৫ম নারী সভাপতি)
- সাধারণ পরিষদের ১ম নারী সভাপতি-বিজয় লক্ষ্মী পন্ডিত (ভারত) ৮ম অধিবেশনে ১৯৫৩]।
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের (সেপ্টেম্বর, ২০২৬-সেপ্টেম্বর, ২০২৭)
- সভাপতি পদপ্রার্থী পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
- ১৯৮৬ সালে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এই পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সঙ্গে অংশীদারত্বের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করে ২০২৪ সালে (১৩৬তম সদস্য হয় ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)।

দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘের নতুন প্ল্যাটফর্ম Globe Network-এ যুক্ত বাংলাদেশ

- ✓ পূর্ণরূপ: Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities.
- ✓ প্রতিষ্ঠা: ২০২১
- ✓ সদর দপ্তর: ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া)
- ✓ সদস্যরাষ্ট্র: ১১৮।
- ✓ বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন সদস্য হয়: ১ মার্চ, ২০২৪।

জাতিসংঘ ঘোষিত বর্ষ

২০২৬	নারী কৃষকদের আন্তর্জাতিক বর্ষ	২০২৫	International Year of Glaciers Preservation International Year of Cooperatives International Year of Peace and Trust
২০২৯	আন্তর্জাতিক গ্রহাণু সচেতনতা ও গ্রহ প্রতিরক্ষা বর্ষ		

৬০তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-২০২৪

- **নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে–** ৫ নভেম্বর, ২০২৪ (মঙ্গলবার) [প্রতি ৪ বছর পরপর নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পরের মঙ্গলবার মার্কিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- **ডেমোক্রেটিক পার্টির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন–** কমলা হ্যারিস
- **রিপাবলিকান দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন–** ডোনাল্ড ট্রাম্প
- **কমলা হ্যারিসের রানিংমেট (ভাইস প্রেসিডেন্ট)–** টিম ওয়ালজের
- **ডোনাল্ড ট্রাম্পের রানিং মেট (ভাইস প্রেসিডেন্ট)–** জেডি ভ্যান্স
- ডেমোক্রেটিক দলের প্রতীক গাধা এবং রিপাবলিকান দলের প্রতীক– হাতি
- **কমলা হ্যারিস আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি প্রচারের যাত্রা শুরু করেন–** ২২ আগস্ট, ২০২৪ রাতে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর ইউনাইটেড সেন্টার থেকে
- **৫৯তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল–** ২০২০ সালে
- **মার্কিন নির্বাচন পদ্ধতিকে হয়–** ইলেক্টোরাল কলেজ ভোটের মাধ্যমে
- **ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট রয়েছে–** ৫৩৮টি।
- **প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য প্রয়োজন–** ২৭০টি
- **সবচেয়ে বেশি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট রয়েছে– ক্যালিফোর্নিয়া** (৫৪টি)

সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত বিষয়

কাশ্মীর সংকট ও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ২০২৫

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

- ১ এপ্রিল ২০২৫ দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (TRF) ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামের বৈসারন উপত্যকায় পর্যটকদের ওপর হামলা চালায়।
- নিহত: ২৬ জন (২৫ জন ভারতীয়, ১ জন নেপালি নাগরিক)।
- ভারত এই হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে।
- TRF 'কাশ্মীর রেজিস্ট্যান্স' নামেও পরিচিত।
- কাশ্মীরকে বলা হয় 'পৃথিবীর ভূস্বর্গ' এবং পেহেলগামকে 'ভারতের সুইজারল্যান্ড'।

যুদ্ধের মূল ঘটনাপ্রবাহ

- ভারতের আক্রমণ (অপারেশন সিঁদুর)
- তারিখ: ৭ মে ২০২৫
- লক্ষ্য: পাকিস্তান।
- 'সিঁদুর' শব্দের অর্থ: হিন্দু বিবাহিত নারীদের বিয়ের প্রতীক।

পাকিস্তানের পাল্টা হামলা

- অপারেশন বুনইয়ানুম মারসুস
- তারিখ: ১০ মে ২০২৫
- অর্থ (আরবি): সুদৃঢ়, সুসংগঠিত ও অভেদ্য প্রাচীর

যুদ্ধবিরতি

- তারিখ: ১০ মে ২০২৫
- মধ্যস্থতা: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সামরিক সংঘর্ষের ফলাফল

পাকিস্তান ভূপাতিত করে:

- ✓ ৩টি রাফাল (ফ্রান্সের দাসো অ্যাভিয়েশন)
- ✓ ১টি সু-৩০ (রাশিয়া) ও ১টি মিগ-২৯ (রাশিয়া)

পাকিস্তান ব্যবহার করে:

- ✓ চীনের তৈরি জে-১০ সিই যুদ্ধবিমান
- ✓ ওয়াইজে অ্যান্টি-শিপ মিসাইল

বৈশ্বিক সমর্থন:

- ✓ **ভারতের পক্ষে:** ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র (কৌশলগতভাবে)

পাকিস্তানের পক্ষে: চীন (প্রক্সি যুদ্ধ), তুরস্ক

ইরান ও ইসরায়েলের যুদ্ধ

- যুদ্ধের সূচনা: ১৩ জুন ২০২৫ ইসরায়েল ইরানে হামলা চালায় **অপারেশন রাইজিং লায়ন** নামে।
- লক্ষ্য: ইরানের পারমাণবিক অবকাঠামো, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কারখানা ও সামরিক সক্ষমতা ধ্বংস।
- ১৪ জুন ২০২৫ ইরান ইসরায়েলে পাল্টা হামলা চালায় অপারেশন **ট্রু প্রমিজ থ্রি** নামে।

যুদ্ধ চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

- ১৬ জুন ২০২৫ ইরান প্রথমবারের মতো হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ফাত্তাহ ইসরায়েলের দিকে নিক্ষেপ করে।
- ২২ জুন ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইরানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনায় (ফর্দো, নাতাজ, ইস্পাহান) **অপারেশন মিডনাইট হ্যামার** পরিচালিত হয়।
- **ব্যবহৃত বিমান:** ই-২ স্টিলথ বোমারু বিমান।
- ২৩ জুন ২০২৫ ইরান কাতারের আল উদেইদ মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় অপারেশন গ্ল্যাড টিডিং ভিক্টরি নামে।
- ব্যবহৃত পবিত্র কোড: **'ইয়া আবা আব্দিল্লাহ আল হুসাইন (আ.)'।**

যুদ্ধের সমাপ্তি

- ২৪ জুন ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যস্থতা করে যুদ্ধবিরতি ঘটান।
- **ট্রাম্প যুদ্ধকে অভিহিত করেন 'দ্য টুয়েলভ ডে ওয়ার'** নামে। এজন্য তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন।

যুদ্ধের পক্ষ ও সমর্থক দেশ

- **ইসরায়েলের সমর্থক দেশ:** যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি
- **ইরানের সমর্থক দেশ:** পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, তুরস্ক, ইয়েমেনের হুতি

সামরিক ও কৌশলগত তথ্য

- ইসরায়েল-গোয়েন্দা সংস্থা: মোসাদ, আমান
- আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: আয়রন ডোম, অ্যারো ডিফেন্স।
- প্রতিরক্ষা বাহিনী: IDF (Israel Defense Forces)

ইরান

- ক্ষেপণাস্ত্র: হাজ কাসেম, ফাত্তাহ-১, খাইবার শেকান, গাদর, এমাদ
- বাহিনী: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
- **সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা:** আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী
- সেনাপ্রধান: মেজর জেনারেল আমির হাতেমি
- **গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনা:** ফর্দো, নাতাজ, ইস্পাহান, বুশেহর, আরাক, বন্দর আব্বাস
- **পবিত্র শহর: কোম**

হামাস ও ইসরায়েল সংঘাত

মূল ঘটনা

- ৭ অক্টোবর ২০২৩ হামাস ইসরায়েলে রকেট হামলা চালায়
- নাম: অপারেশন আল আকসা ফ্লাড
- হামাসের বিশেষ শাখা: নুখবা ফোর্স (আরবি **'আল নুখবা'** অর্থ– অভিজাত)
- হামাসের নিজস্ব এয়ার ডিফেন্স: **মিতবার-১**
- ৮ অক্টোবর ২০২৩-ইসরায়েল গাজায় সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে
- **নাম: অপারেশন আয়রন সোর্ড**
- **গাজা সম্পর্কিত তথ্য**
- **শরণার্থী শিবির:** খান ইউনুস, রাফা, মাঘাজি, আল শাতি, জাবালিয়া
- **মিশর গাজা সীমান্ত পারাপার পয়েন্ট:** রাফাহ ক্রসিং
- অবস্থান: ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে।

ইতিহাস:

- ব্রিটিশ কর্তৃত্ব শেষ হয় ১৯৪৮ সালে
- মিশরের দখলে ছিল ১৯৪৮-১৯৬৭ পর্যন্ত।
- ১৯৬৭ তৃতীয় আরব ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েলের দখল করে

যুদ্ধবিরতি চুক্তি

- স্বাক্ষর: ১৮ জানুয়ারি ২০২৫
- কার্যকর: ১৯ জানুয়ারি ২০২৫
- মধ্যস্থতাকারী দেশ: মিশর, কাতার, যুক্তরাষ্ট্র
- অংশগ্রহণকারী পক্ষ: হামাস, ইসরায়েল, ফিলিস্তিনি ইসলামি জিহাদ
- ভঙ্গ: ১৮ মার্চ ২০২৫-ইসরায়েল পুনরায় গাজায় হামলা চালায়

সিরিয়া পরিস্থিতি

- ২৭ নভেম্বর ২০২৪ –HTS (হায়াত তাহরির আল শাম) বাশারবিরোধী অভিযান শুরু
- ৮ ডিসেম্বর ২০২৪-১২ দিনের মাথায় বাশার আল আসাদের পতন
- আশ্রয় : মস্কো, রাশিয়া
- নেতৃত্ব: আবু মো. আল জোলানি (HTS প্রধান)

- বাশার আল আসাদ– সিরিয়ার ১৯তম প্রেসিডেন্ট (১৭ জুলাই ২০০০ - ৮ ডিসেম্বর ২০২৪)
- বাশারের পিতা– হাফিজ আল বাশার (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ - ১০ জুন ২০০০)
- রাজনৈতিক দল: বাথ পার্টি
- **গৃহযুদ্ধকাল: ১৫ মার্চ ২০১১ - ৮ ডিসেম্বর ২০২৪**
- আরব বসন্তের সূচনা: ২০১১ (বিদ্রোহীদের সমর্থন দেয় তুরস্ক)
- নতুন প্রশাসনকে সামরিক প্রশিক্ষণে প্রস্তুত: তুরস্ক

গুরুত্বপূর্ণ স্থান-

- সাদাল্লাহ আল জাবিরি স্কয়ার– আলেপ্পো
- **সেদনায়া কারাগার (মানব কসাইখানা)**– সিরিয়া
- প্রধান শহর : দামেস্ক, আলেপ্পো, হোমস, পালমিরা
- ডাকনাম : তালগাছের শহর, সভ্যতার সূতিকাগার– সিরিয়া

খেলাধুলা

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ ২০২৫

- সময়: ১৪ জুন-১৩ জুলাই, ২০২৫
- স্বাগতিক দেশ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- আসর: ২১তম আসর
- অংশগ্রহণকারী দল: ৩২টি

ফলাফল ও পুরস্কার

- চ্যাম্পিয়ন: চেলসি (২য় শিরোপা)
- রানার্স আপ: প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)
- সেরা খেলোয়াড়: কোল পামার (চেলসি)
- সেরা গোলরক্ষক: রোবের্ত সানচেস (চেলসি)
- সেরা যুব খেলোয়াড়: দেজিরে দুয়ে (পিএসজি)
- শীর্ষ গোলদাতা: গোনসালো গার্সিয়া, দি মারিয়া, মার্কোস লিওনার্দো, সেই গিরাসি

২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬

- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল হিসেবে ৩টি দেশে **(কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র)** অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- কানাডা প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক হচ্ছে।
- বাছাইপর্ব থেকে প্রথম দল হিসেবে স্থান পায় **জাপান**।
- প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ফুটবল খেলবে **৪৮টি দেশ** ও নকআউট পর্ব শুরু হবে ৩২ দল নিয়ে।
- **উদ্বোধনী ম্যাচ: ১১ জুন, ২০২৬** (আজতেকা স্টেডিয়াম, মেক্সিকো)।
- **মোট ম্যাচ সংখ্যা:** ১০৪টি (১৬টি স্টেডিয়ামে)।
- **ফাইনাল ম্যাচ:** মেটলাইফ স্টেডিয়াম, নিউজার্সি, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র (১৯ জুলাই, ২০২৬)।
- প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের অফিশিয়াল লোগোয় ট্রফির ও আয়োজনের সাল ব্যবহার করা হচ্ছে।
- অফিসিয়াল ক্যাম্পেইন, হ্যাশট্যাগ, মোটো: WE ARE 26. [**তিনটি দেশ ও পুরো মহাদেশের সবার একতা হয়ে এখন এটাই বলার সময়।**

স্বল্পোন্নত দেশ (LDC)

- LDC-এর পূর্ণরূপ– Least Developed Countries
- জাতিসংঘ সর্বপ্রথম LDC-এর তালিকা প্রকাশ করে– ১৯৭১ সালে
- ECOSOC-এর সুপারিশে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে LDC'র তালিকায় নাম গৃহীত হয়– ১৯৭৬ সালে
- বাংলাদেশ স্বল্পন্নোত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করে– ১৬ মার্চ, ২০১৮
- LDC থেকে উত্তরণের জন্য CDP চূড়ান্ত সুপারিশ করে বাংলাদেশকে– ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১
- বাংলাদেশ LDC থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বের হবে– ২৪ নভেম্বর, ২০২৬
- বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নে শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা পাবে– ২০২৯ সাল পর্যন্ত
- ১৯৭১ সালে প্রথমে এলডিসিভুক্ত দেশ ছিল– ২৫টি
- মোট এলডিসিভুক্ত দেশ ছিল-৫২টি (সর্বশেষ– দক্ষিণ সুদান, ২০১২)
- বর্তমানে LDC-ভুক্ত দেশ– ৪৪টি

Note-LDC-ভুক্ত হওয়ার প্রতিষ্ঠাকালীন শর্তসমূহ: ১. গড় আয়ুষ্কাল ৫০ বছরের নিচে হতে হবে। ২. মাথাপিছু GDP ৯০০ মার্কিন ডলারের নিচে হতে হবে। ৩. অর্থনৈতিক বহুমুখীকরণের অভাব থাকবে।

LDC থেকে মুক্ত দেশ– ৮টি

১. বতসোয়ানা (১৯৯৪)	২. কেপভার্দে (২০০৭)	৩. মালদ্বীপ (২০১১)
৪. সামোয়া (২০১৪)	৫. নিরক্ষীয় গিনি (২০১৭)	৬. ভানুয়াতু (২০২০)
৭. ভুটান (১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩	৮. সর্বশেষ বের হয়– সাও টোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে ২০২৪	

এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ প্রক্রিয়া

১৯৭৫
বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকায় (CDP রিপোর্ট) অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৭৬
স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকায় বাংলাদেশের নাম গৃহীত হয়

১৫ মার্চ, ২০১৮
বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করে

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১
বাংলাদেশ, নেপাল ও লাওস স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করে

২৪ নভেম্বর, ২০২৬
বাংলাদেশ, নেপাল ও লাওস LDC থেকে সম্পূর্ণ বের হবে এবং উন্নয়নশীল বা মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে ECOSOC তে স্বীকৃতি পাবে

LDC মুক্ত হলে বাংলাদেশ হারাবে ৩টি সুবিধা। যথা–

- GSP সুবিধা
- সহজ শর্তে ঋত সুবিধা
- কপিরাইট সুবিধা

ভেনেজুয়েলার ওপর আমেরিকার হস্তক্ষেপ

- আক্রমণ: ৩ জানুয়ারি ২০২৬
- অপারেশনের নাম: **Operation Absolute Resolve. এটি ছিল একটি 'Surgical Strike'**
- আমেরিকার বিশেষ ইউনিট Delta Force এই অপারেশন পরিচালনা করে।
- প্রধান ঘটনা: প্রেসিডেন্ট Nicolas Maduro ও তার স্ত্রী Cilia Flores-কে গ্রেপ্তার করে আমেরিকাতে নেওয়া হয়।

❑ মাদুরোর বিরুদ্ধে অভিযোগ

- নির্বাচনী জালিয়াতি
- মানবাধিকার লঙ্ঘন
- নার্কো-টেররিজম (মাদক পাচার)
- দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক ধ্বংস

❑ আমেরিকার পরিকল্পনা

- Temporary Governance
- Oil Infrastructure
- Legal Action

Note: ভেনেজুয়েলাতে আমেরিকা সরাসরি যেটা করলো সেটাকে বলা হয় **হিউম্যানিটারিয়ান ইন্টারভেনশন**। আর পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে যেটা করেছে সেটা **লিবারেল ইন্টারভেনশন**।

হিউম্যানিটারিয়ান ইন্টারভেনশনের আরও কিছু উদাহরণ হলো-

- ১৯৮৯ সালে পানামাতে Operation Just Cause চালিয়ে সরকার পতন ঘটানো হয়। গ্রেপ্তার করা হয় সরকার প্রধান **মানুয়েল নোরিয়েগাকে।**
- ইরাকের সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দেওয়া হয় ২০০৩ সালে WMD রাখার অভিযোগে। কিন্তু পরে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।
- ২০১১ সালে ন্যাটোর অভিযানে লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মুহাম্মার গাদ্দাফির পতন ঘটে। কথিত আরব বসন্তের সবচেয়ে বড় ভিক্টিম তিনি।

কিছু লিবারেল ইন্টারভেনশনের উদাহরণ :

- Rose Revolution-জর্জিয়া (২০০৩)
- Orange Revolution-ইউক্রেন (২০০৪-২০০৫)
- Euromaidan-ইউক্রেন (২০১৪)
- Tulip Revolution-কিরগিজস্তান (২০০৫)
- Bulldozer Revolution-সার্বিয়া (২০০০)
- Arab Spring- তিউনিসিয়া (২০১০), মিশর (২০১১)
- Denim/Jeans Revolution (২০০৬, ব্যর্থ)

বাংলাদেশের জুলাই অভ্যুত্থানে/বর্ষা বিপ্লবে আমেরিকার সরাসরি ভূমিকা প্রমাণিত না হলেও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে।
বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমেরিকার উদ্যোগগুলো হলো:

- গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ভিত্তিক ধারাবাহিক চাপ
- ভিসা নীতি ও নিষেধাজ্ঞার টাইমিং
- Civil Society, NGO ও Youth Narrative
- Facebook Algorithm